ভোরের কাগজ

তারিখ ..... 8 MAY 2003

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক বেসরকারি উদ্যোগে প্রকাশের নীতিগত সিদ্ধান্ত

দুর্নীতিরোধ ও পাঠ্যপুস্তকের মানোন্নয়নে এডিবির পরামর্শে এই সিদ্ধান্ত

মানসুরা হোসাইন : মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়ন এবং পুরো প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান দুর্নীতি দূর করার লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করার ব্যাপারে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এডিবির পরামর্শে এ রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। এ বিষয়ে ইমপ্লিমেনটেশন কমিটির দেওয়া প্রস্তাব আগামী জুনের মধ্যে অনুমোদিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

প্রস্তাব অনুযায়ী ২০০৫ সালে নবম-দশম শ্রেণীর ঐচ্ছিক বিষয় এবং ২০০৬ সালে সকল বিষয় বেসরকারি উদ্যোগে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবে। সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টের মাধ্যমে সরকার পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিবর্তন ঘটাতে যাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ২৬ মিলিয়ন এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ৬০ মিলিয়ন ডলার অর্থায়নে ১৯৯৯ সালের জুলাই থেকে শুরু হয়ে ২০০৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকল্পের কার্যক্রম চলবে। প্রকল্পের উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।

বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে একাদশ-দ্বাদশ বাংলা ও ইংরেজি ছাড়া অন্য পাঠ্যপুস্তকগুলো বেসরকারি প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকগুলো সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনায় প্রতিযোগিতা নিয়ে আসার জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক বেসরকারি উদ্যোগে প্রকাশ করার মডেল উন্নয়ন করা হবে।

এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হলে যেকোনো বিষয়ে বোর্ড নির্ধারিত একটি মাত্র বইয়ের পরিবর্তে বোর্ডের অনুমোদিত একাধিক বইয়ের মধ্য থেকে যেকোনো একটা বই বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকবে। এ প্রক্রিয়ায় যেকোনো ব্যক্তি বই লিখতে পারবেন। তবে বই লেখার ক্ষেত্রে এনসিটিবির সিলেবাস এবং নিয়মনীতি

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক বেসরকারি

● শেষের পাতার পর

মানতে হবে বলে এনসিটিবির কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন।

পাঠ্যপুস্তক বেসরকারিকরণ বিষয়ে গত ২০ মার্চ এনসিটিবির কনফারেন্স কক্ষে 'প্রাইভেটাইজেশন অফ টেক্সবুকস, আন্ডার দি সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট' (এসইএসআইপি) শীর্ষক একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষামন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং শিক্ষা সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কনসালট্যান্টগণ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে এ প্রকল্পের উপকারিতা হিসেবে বলা হয়েছে, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা উন্মুক্ত বাজারে তাদের পছন্দ অনুযায়ী বই খুঁজে পাবেন, পাঠ্যপুস্তক বছরের শুরুতেই ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছে যাবে, দেশের প্রকাশনা শিল্পের উন্নতি হবে এবং এনসিটিবির কর্মকর্তারা অধিক সময় পাবেন যার মাধ্যমে তারা তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, কারিকুলাম উন্নয়নসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

অন্যদিকে দেশের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক মহলের কেউ কেউ প্রকল্পটিকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি ব্যবসায়িক ক্ষতির আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন। কেননা বর্তমানে একটি বইয়ের কাজ পাওয়া মানেই ছিল সারা বছরের জন্য ব্যবসায়িকভাবে নিশ্চিত থাকা। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকাশকের বই উন্নত মানের না হলে তাকে ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

এ ছাড়াও শিক্ষকদের মতামতের ভিত্তিতে বই পাঠ্য হওয়ার প্রক্রিয়ায় অনেক শিক্ষক ঘুষের বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের বই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন বলেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক প্রকাশক অভিযোগ করেন। তাদের আশঙ্কা যাদের ছোট প্রকাশনী তারা অবাধ টাকার খেলায় টিকতে পারবে না। ফলে তাদের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

মুদ্রণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তন প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহসভাপতি আ ফ ম শাহ আলম বলেন, সরকারের পদক্ষেপটি অবশ্যই স্বাগত জানানোর মতো। তবে এজন্য সরকারের প্রশাসনিক অবকাঠামোর সকল স্তরের উন্নয়ন দরকার। কারিকুলাম থেকে বই প্রকাশ পর্যন্ত ধাপগুলোতে স্বচ্ছতা এবং পরিপূর্ণতা আনতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের দক্ষতা, গুণগতমান ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার বৃহত্তর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট পরিচালিত হবে বলে জানিয়েছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রকল্পের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। প্রকল্পটি এখনও অনুমোদিত না হওয়ায় তিনি নাম প্রকাশে অপরাগতা প্রকাশ করেছেন।

জানা গেছে, এ প্রকল্পে সীমিত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা উন্নয়নের স্বার্থে যেসব ক্ষেত্রে সহায়তা দেওয়া হবে তা হলো নীতিনির্ধারণ ও কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন, সাফল্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, উন্নয়ন এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান শক্তিশালীকরণ।

মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সহায়ক ব্যবস্থা তৈরি করতে যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে সেগুলো হচ্ছে—কারিকুলাম উন্নয়ন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, মাধ্যমিক খাতের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বেসরকারিকরণ, ছাত্র মূল্যায়ন ও পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক-শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার।

এ ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অঞ্চল ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সমানাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলগুলোতে নতুন স্কুল ও শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ, সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলগুলোতে স্কুল উন্নয়ন তহবিল সৃষ্টি ও ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের উন্নয়নে প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদান বাস্তবায়নে ১ হাজার ১১৬ জন লোকবল নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় নির্মাণ ও পূর্ত কাজ সম্পন্ন করা হবে। সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও গাড়ি ক্রয় করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

সূত্র মতে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য অনুমোদিত প্রকল্প দলিল এবং পিপিটিএ দলিল অনুসারে ইতিমধ্যে একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ক্যামব্রিজ এডুকেশন কনসালট্যান্টস লিমিটেডের সঙ্গে এডিবির নীতিমালা অনুসরণ করে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ৯০-এর দশকে মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট এ দুটি প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় গৃহীত হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান তৈরি করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক ১৯৯৮ সালের এপ্রিল-অক্টোবর মাসে পিপিটিএ পরিচালিত হয়, এর মাধ্যমে ১০ বছর মেয়াদি (২০০০-২০১০) সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (এসইএসডিপি) প্রণীত হয়। এবং এটা বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায় হিসেবে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট গৃহীত হয়েছে।